দৈনিক জনকণ্ঠ

8/10/2000

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় ও শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা

আসাদউল্লাহ খান

এ বারের (২০০১ সালের) উচ্চ মাধ্যামক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় সারা দেশের সব ক'টি শিক্ষা বোর্ডে মারাত্মক ফল বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে ...শের নিম্ন মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ...ক্ষা ব্যবস্থার মর্মান্তিক ব্যর্থতা বিধৃত হয়েছে। ২০০১ ...ল অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষায় ... পাসের হার শতকরা ২৬ দশমিক ১১ ভাগ। ...বর্তী বছরের পাসের হার ছিল ৩৭ দশমিক ০৩ ...। এবারকার পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে জানা ...ছে, দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৩৩টি ...লজ থেকে কোন পরীক্ষার্থীই পাস করেনি। উল্লেখ্য, ...টি কলেজ থেকে সর্বোচ্চ ৮০২ জন পরীক্ষায় অংশ ...য় সকলেরই ফেল করার ঘটনা রয়ে গেছে।

... ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করলে জানা যাবে, ...নৈতিক এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ...মোদন, স্কুল-কলেজে যোগ্য শিক্ষকের অভাব এবং ...ার্থীদের মাঝে দীর্ঘদিনের অবাধ নকলপ্রবণতা ...তে থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নেমেছে। যতদূর ...না গেছে, এবার স্কুল-কলেজসমূহের পরীক্ষায় ...লের মহোৎসব না জমলেও একেবারে নকল যে ... না তা নয়। কিন্তু প্রশ্নপত্রের ধরন পাল্টে ...নুগতিক প্রশ্নের বদলে গোটা বই থেকে খুঁটিয়ে ...য়ে প্রশ্ন করার কৌশল নেয়ার ফলে নকলের সুযোগ ...লেও তেমন একটা সুবিধা মেলেনি। অন্যদিকে ...ইভেট টিউটর বা কোচিং সেন্টারনির্ভর পড়াশোনার ...ারতা ধরা পড়েছে।

...কার প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো আলোকিত ...ষ তৈরি করার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। ... না হলে একটা দেশ কোন সময়ই স্বয়ংসম্পূর্ণতা ... কিংবা সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে না। এই ...খে যে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত মজবুত ...ং যুগোপযোগী হতে হবে। আজকে একটি সত্য ...াদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, একুশ শতক ...াদের দেশের সামনে নিয়ে এসেছে অনন্ত সম্ভাবনা, ...ানের বিস্ময়কর অবদান, বিশ্বায়নের বিস্তৃত ...মণ্ডল এবং প্রতিযোগিতার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। ...লাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য ... একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ জন্য আমাদের শিক্ষা ...স্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। এখনও পর্যন্ত ...াদের শিক্ষাদান প্রচেষ্টা শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞানের মধ্যে ...মিত। এতে কিছু রাজনৈতিক ফায়দা মিললেও বাস্তব ...ত্রে কোন লাভ হচ্ছে না। মোদ্দাকথা, শুধুমাত্র ...ক্ষরতার হার বাড়িয়ে একুশ শতকের এই চ্যালেঞ্জ ...কাবিলা করা যাবে না।

...মিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত দেশের ...ক্ষা ব্যবস্থা এক দারুণ সঙ্কটের মুখোমুখি। ...বছরই স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার সময় সারা দেশসহ ...া শহরে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানকে একটি ভাল ...ে ভর্তি করানোর জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ...ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানের তারতম্যের জন্য এ ...নের অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্কুলগুলো ...ার গুণগতমান উন্নয়নের কোন প্রয়াস না নেয়ার ... সার্টিফিকেট এখন একটি অলঙ্কার মাত্র। প্রাথমিক ...ং মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার দুর্বলতার জন্য ...ছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার স্রোতধারার সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত করতে ...ছে না। সার্টিফিকেটের বদৌলতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ... হওয়ার সুযোগ মিললেও মেধা, মননশীলতা এবং ...বৃত্তির পরীক্ষায় এই ছাত্ররা হারিয়ে যাচ্ছে। ...ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে ...ও পেশাগত জীবনে আজ চরমভাবে ব্যর্থ। এই ...স্থার জন্য আজ ছাত্রছাত্রীদের এককভাবে দায়ী করা ... না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের ...জগুলোতে ডিগ্রী, অনার্স এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষা ... করা হয়েছে শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষাকে দেশের ...ন্ত অঞ্চলে গরিব এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণের ...নদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য। অত্যন্ত ...শাব্যঞ্জক উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষার মাহাত্ম্যের সঙ্গে অনান্য প্রয়াসের সাযুজ্য না থাকার কারণে এইসব কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে যাঁরা বেরিয়ে আসছেন তাঁরা বর্তমান সময়ে দেশ ও সমাজের প্রত্যাশা ও চাহিদা পূরণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এসব কলেজে যাঁরা উচ্চশিক্ষা দেবেন সেই শিক্ষকদের শিক্ষার মান ও দক্ষতা না থাকার জন্য। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ স্কুল-কলেজে বিশেষত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে কোন যথার্থ নীতিমালা না থাকায় "অনুদান" কিংবা অন্য কোন খুঁটির জোরে অনেকেই শিক্ষক হয়ে বসেছেন। এ ধরনের পক্ষপাতমূলক নিয়োগের ফলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় এক মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার গুণগতমান বজায় রাখতে হলে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো নির্মাণে এ ধরনের কোন বিনিয়োগ করা হয়নি। আজকে এ কথা সকলকে মানতে হবে যে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কাজ হলো উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে দেয়া। তাই শিক্ষকগণ দক্ষতা এবং যোগ্যতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঐ দরজার দিকে এগিয়ে দিতে ব্যর্থ হলে হতাশা রোষে পরিণত হবে। তাই শুধুমাত্র কোর্স সংস্কারে কাজ হবে না। কোন কোর্স যত ভালই হোক তা সঠিকভাবে শ্রেণীকক্ষে পড়ানো না হলে কোন সার্থকতা আসবে না। এ জন্য যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে এবং তাঁকে আজকের দিনে বাইরের আরও দু'দশটা প্রতিষ্ঠানের নিরিখে যথাযথ বেতন দিতে হবে। একই সাথে স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিমণ্ডলও থাকা প্রয়োজন।

আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আগেকার দিনে স্কুল পরিদর্শন ব্যবস্থা বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। পরিদর্শকরা আগেকার দিনে স্কুলে পঠন-পাঠনের মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। পরিদর্শকরা দেশের সব অঞ্চলে যে প্রতিটি স্কুল পরিদর্শন করতে পারতেন এমন নয়। কিন্তু স্কুলগুলো জানত, যে কোন দিন পরিদর্শক আসতে পারেন এবং শ্রেণীকক্ষে ঢুকে পঠন-পাঠন কেমন চলছে তা প্রত্যক্ষ করে প্রশ্ন তুলতে পারেন। প্রধান শিক্ষক তটস্থ থাকতেন। সেই তটস্থতা এখন অন্তর্হিত। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার মানও ক্রমাগত নিম্নমুখী। একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কার, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ এবং শিল্পপ্রযুক্তির অগ্রসরমানতা আমাদের দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এখনও নাড়া দিতে পারেনি। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারার যে ভিত গড়ে তোলা দরকার ছিল বিনিয়োগের অভাবের কারণে তা সম্ভব হয়নি। বলা যেতে পারে, আমরা এখনও একটা সমৃদ্ধ সিন্দুকের দরজা খোলার সোনার চাবির পিছনে ঘুরছি। কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই ধরনের বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে? এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আয়-ব্যয়ের যে বৈষম্য, এই পরিস্থিতিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন দেয়া এবং কোন রকমে ল্যাবরেটরিগুলোকে সচল রাখাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো ভর্তুকি দিয়ে উচ্চশিক্ষা চালানো হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তুকির নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, তবে সেটা প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্তই ভাল। আজকের দিনে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র যেখানে বাইরে আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের জন্য মাথাপিছু মাসে এক-দেড় হাজার টাকা খরচ করে সেখানে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনে মাসে মাত্র ১৫ টাকা; তাও কিছু মেধার স্বাক্ষর রাখতে পারলে অনেক ছাত্রকেই এই টাকাও দিতে হয় না। শিক্ষা দেয়া ও নেয়াতে প্রতিষ্ঠানগুলোয় এই যে ভাটা তা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নাড়া দিলেও প্রকৃত কর্মোদ্যোগ, আগ্রহ এবং সাহসী ভূমিকা নিয়ে এই বৈষম্য দূর করার দিকে কেউ এগিয়ে আসছেন না। অন্যদিকে প্রতিটি মানুষের মনে একটা বোধ আছে– বেশি দামে কিনতে হয় যে জিনিস তা সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ব থেকে চালু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই শিক্ষা এত কম দামে পাওয়া যাচ্ছে বলে এটা ধরে রাখার ব্যাপারে আমাদের কোন প্রয়াস নেই। আজকে আমরা অত্যন্ত পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করছি যে, স্কুল-কলেজে শ্রেণী শিক্ষার চল একবারেই নেই। শিক্ষক তাঁর বিষয়ের পাঠের প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে নিয়মিত হাজির হচ্ছেন না। ক্লাসে পড়ানোর ব্যাপারে শিক্ষকের উৎসাহ নেই দেখে ছাত্র বিকল্প ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর ক্লাসের রুটিনের বাইরে বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় বিকল্প শিক্ষা দেয়ার জন্য ঐ শিক্ষকই আবার এগিয়ে আসছেন। এইভাবে Private tuition-এর একটা ব্যবসা দেশব্যাপী জেঁকে বসেছে। এই ব্যবস্থা আমাদের মতো গরিব দেশের জনসাধারণকে এক গুরুতর সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। কয়েক বছর আগেও দেখা যেত, গ্রামাঞ্চলের গরিবের সন্তান ও স্কুল-কলেজের শ্রেণী শিক্ষা এবং মেধার জোরে পাবলিক পরীক্ষায় ভাল ফল করে রাষ্ট্রের উচ্চ পদে আসীন হয়েছেন। সেই অবস্থা আজ পুরাপুরি পাল্টে গেছে।

আজ ঢাকা শহরে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে স্থাপিত কোন ইংরেজী মাধ্যম স্কুল কিংবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের ন্যূনতম বেতন মাসিক বিশ হাজার টাকা। ছাত্রও একটি সেমিস্টারে পড়ার জন্য প্রায় ৬০ হাজার টাকা খরচ করে ঢুকছে। এই শিক্ষা তার কাছে মূল্যবান, মহার্ঘ। কিন্তু এই পথে তো বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এবং সত্যিকার অর্থে গরিব এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কোন উপকার হচ্ছে না। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার কোর্স ও বিবিএ ছাড়া অন্য কোন বিজ্ঞানের বিষয়ে পড়াশোনার কোন সুযোগ নেই। অন্যদিকে অর্থবিত্ত না থাকার কারণে দেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। আজকে একুশ শতকের অবস্থার নিরিখে আমাদের দেশে আগে থেকে চালু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র বেতন বাড়িয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর ও বাইরের বিভিন্ন উৎস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের সংস্থান করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বনির্ভর করে তোলার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্ধিত বেতন এবং থোক টাকা জমা দিয়ে পড়ার ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবাদ না হলেও ভর্তুকিভোগী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেতন কিংবা অন্যান্য ফীস বাড়ানোর বিষয়টি বড় বেশি স্পর্শকাতর। এ ধরনের প্রচেষ্টার বাস্তবায়ন ঘটাতে হলে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা অবশ্যই এই প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হতে হবে। অত্যন্ত দুঃখজনক, দেশের বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজের বিভিন্ন স্তরের পাবলিক পরীক্ষায় বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও এখনও নকলের মহোৎসব চলছে। নকল করার প্রবণতা আজ জাতীয় ব্যাধি হিসাবে বিদ্যাপীঠসমূহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। এই ভয়াবহ ব্যাধি অনেকটা ক্যান্সারের রূপ নিয়ে জাতির মেধা, মনন ও বুদ্ধিবৃত্তিকে গ্রাস করে চলেছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দিনগুলোতে দেশে সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত লোক থাকবে না। বাইরের পৃথিবীর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারলে আমাদের এই স্বপ্নের এবং সাধের বাংলাদেশ হারিয়ে যাবে এক নিঃসীম অন্ধকারে। শিক্ষা যদি মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ বা চাবিকাঠি হয় তাহলে নকলসর্বস্ব শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত ডিগ্রী কিংবা শিক্ষা দিয়ে আমাদের সন্তানরা কিভাবে জাতীয় অগ্রগতি এবং উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে? সমগ্র জাতির সামনে এক নিঃসীম অন্ধকার এগিয়ে আসছে। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা, ব্যক্তি বা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ প্রণোদিত কতিপয় রাজনৈতিক দলের মদদ, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের নিষ্ক্রিয়তা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই নকল-ব্যাধি দিনে দিনে আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে একটি প্রহসনে পরিণত করেছে। এ ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য আজ আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আর একটি ব্যাধি আজ আমাদের তরুণদের মেধা ও মনন হরণ করে সমগ্র জাতিসত্তার মৃত্যু ঘটাচ্ছে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা পদ্ধতির সাথে আর একটি সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আজ দেশের একটি উঠতি ধনী সম্প্রদায় অর্থের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন নয়, ডিগ্রী কিনতে চাচ্ছে। ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে, নগরে, গ্রামে-গঞ্জে এমনকি নিভৃত পল্লীতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার এবং সাইনবোর্ডসর্বস্ব কিন্ডারগার্টেন স্কুল। ছাত্রছাত্রীরা আজ মূল বই-পুস্তক পড়ছে না, লাইব্রেরীরও চল নেই, কোচিং সেন্টার থেকে পাওয়া "Suggestions" এবং Note মুখস্থ করে পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করছে। এ যেন অনেকটা "antibiotic capsule" খেয়ে যে কোন রোগ সারানোর চেষ্টা করা। এই কোচিং সেন্টার বা Privatetuition-এর বদৌলতে ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রী পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু দেশ বা সমাজের কোন কাজে আসছে না। এই ধরনের শিক্ষার কুফল ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তথাকথিত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে "যথার্থ শিক্ষিত" শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে ছাত্ররা শিক্ষকদের ক্লাস করতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। ছাত্ররা শিক্ষাটাকে আজ অপ্রয়োজনীয় মনে করছে, প্রয়োজন শুধু ডিগ্রীর। একই সাথে এটাও সত্যি, দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক মেধাবী ছাত্র এইসব কোচিং সেন্টার বা "প্রাইভেট টিউশনির" সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের মেধা ও সময় নষ্ট করছে। কোচিংয়ের মাধ্যমে অনেক অর্থপ্রাপ্তির বাসনা ছাত্রদের ঈপ্সিত লক্ষ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ছাত্র তার লেখাপড়ার ব্যাপারে আন্তরিক থাকতে পারছে না বরং চেষ্টা করছে ডিগ্রী না নিয়ে, লেখাপড়া না করে কত দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থান করা যায়। এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। ভাল Result তো হচ্ছেই না, অধিকন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ডিগ্রীও অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। অবস্থা সব দিক থেকে এখন অত্যন্ত নাজুক। এই পরিস্থিতিতে আগামীতে যে সরকার আসবে তাদের অবশ্যই আজকের দেশের এই সম্ভাবনাময় তরুণদের কিভাবে কাজে লাগানো যায় এ কথা চিন্তা ও চেতনায় নিয়ে এগুতে হবে।